৪ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে ম্যাটস শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

১০ম গ্রেডে শুন্যপদে নিয়োগ, নতুন পদ সৃজন, আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও বিএমএন্ডডিসি স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল বিষয়ে উচ্চশিক্ষাসহ ৪ দফা দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন ঝিনাইদহ ম্যাটস’র শিক্ষার্থীরা।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে সাধারণ ম্যাটস শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালন করা হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ ম্যাটস ও তোফাজ্জেল হোসেন ম্যাটস’র শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক শাহরিয়ার পরশ, ঝিনাইদহ ম্যাটস’র শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান, মঈন উদ্দিন, আদিত্য কর্মকার, মিলি, সাগর পালসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সতন্ত্র মেডিকেল এডুকেশন বোর্ড, অসংগতিপুর্ণ কোর্স কারিকুলাম সংশোধন, ১ বছরের ভাতাসহ ৪ দফা দাবী বাস্তবায়নের দাবী জানান।

ঝিনাইদহে দুই দিন ব্যাপী তথ্য মেলার উদ্বোধন

ঝিনাইদহে ২ দিন ব্যাপী তথ্য মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও সনাকের আয়োজনে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও

বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করা হয়। পরে সেখান থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে পুরাতন ডিসি কোর্ট মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা সনাকের সভাপতি এম সাইফুল মাবুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা তথ্য অফিসার এমকে ইমাম মেহেদি শাহ আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর সাহা, সনাকের সিনিয়র সদস্য আবু তাহের। স্বাগত বক্তব্য দেন সনাকের সদস্য ইলা রানী বিশ্বাস।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সনাকের সিনিয়র সদস্য এন এম শাহজালাল। আয়োজকরা জানায়, এবারের মেলায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ৩০ টি স্টল স্থান পেয়েছে। সরকারি বিভিন্ন সেবা, উন্নয়নমুলক কাজ ও চলমান প্রকল্পের তথ্য পাওয়া যাবে এ মেলায়।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন

‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ডিসেম্বর) সকালে জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত কার্যালয়ের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পতাকা উত্তোলন শেষে বেলুন উড়িয়ে দিবসটি উদ্বোধন করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের মহাসড়কে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বকুল চন্দ্র কবিরাজ, অতিরিক্ত পুলিশ মুন্না বিশ্বাস, দুর্নীতি দমন কমিশন ঝিনাইদহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক তরুন কান্তি ঘোষ, সরকারি কেসি কলেজের প্রাক্তণ অধ্যক্ষ ড. বি এম রেজাউল করিমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। সেসময় বক্তারা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলার মাটিতে ১৪ দলের দোসররা কেউ রাজনীতি করতে পারবে না- রাশেদ খান

বাংলার মাটিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের দোসররা কেউ রাজনীতি করতে পারবে না বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গঠন ও রাষ্ট্র সংস্কারে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

গণঅধিকার পরিষদ ঝিনাইদহ জেলার সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় নেতা এবিএম আশিকুর রহমান, বিল্লাল হোসেন, গণঅধিকার পরিষদের ঝিনাইদহ জেলার সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন কবির, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল ও রিহান উদ্দীন রায়হান। সভা পরিচালনা করেন ছাত্রঅধিকার পরিষদের নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

রাশেদ খাঁন বলেন, যারা ভারতে বসে নাটাই ঘুরায়, বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে নাক গলায়, দিল্লিতে বসে বাংলাদেশে কে ক্ষমতায় আসবে কি আসবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয় তাদের ষড়যন্ত্র আর কুট পরিকল্পনা রুখে দিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মোদির

আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলন আমরাই করেছিলাম। দিল্লির কসাই মোদীর হাতে মুসলমানদের রক্ত লেগে আছে। তাকে প্রতিহত করতে সেদিন গণঅধিকার পরিষদ মাঠে নেমেছিল এবং জেল জুলুমের শিকার হয়েছিল।

রাশেদ খাঁন বলেন, খুনি হাসিনা ও তার দলকে বিচারের মুখোমুখি না করা পর্যন্ত আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না। শুধু আওয়ামী লীগই নয়, জাতীয় পার্টিসহ ফ্যাসিষ্ট হাসিনার আশির্বাদপুষ্ট ১৪ দলের কোন নেতাকর্মীকে ডামি, মামি ও স্বতন্ত্র পদে নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না। খুনি হাসিনাকে গণহত্যা ও গণতন্ত্র হত্যার দায়ে ভারত থেকে ফিরিয়ে তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে হবে। আর সরকার যদি হাসিনার দলের সঙ্গে সমঝোতা করে তাদের নির্বাচনের মাঠে নামায় তবে সরকারের বিরুদ্ধেও মাঠে নামার হুসিয়ারী দেন তিনি। তিনি বলেন, হাসিনা তার দলের নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করতে ঘন ঘন অডিও ফাঁসের নাটক করছেন। এই নাটক বন্ধ করতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক মাধ্যমে পতিত স্বৈরাচার হাসিনার অডিও প্রচার বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানান।

রাশেদ খাঁন বলেন, কেউ স্বীকার না করলেও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জুলাই গণঅভ্যুথানে গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করেছিলেন। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে ছাত্রদের সামাজিক আন্দোলনকে রাজনীতিকরণ করে হাসিনা পতন আন্দোলন ত্বরান্বিত করেন। তারেক রহমান একটি ইতিবাচক চিন্তার জায়গা থেকে আমাকে (রাশেদ খাঁন) সহায়তা করতে ঝিনাইদহ বিএনপি নেতাদের চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা হাইকমান্ডের এই চিঠির মর্মার্থ বুঝতে ভুল করে আমাকে অসহযোগিতা করে যাচ্ছেন। ঝিনাইদহ বিএনপি হাইকমান্ডের নির্দেশ মানছেন না। কার্যত তারা তারেক রহমানকেই মানেন না। তাহলে তারা কিসের দল করেন ? তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আমি এমপি-মন্ত্রী হওয়ার জন্য রাজনীতি করি না। আমরা এমপি মন্ত্রী তৈরী করি, এমপি-মন্ত্রী বানায়। গণঅধিকার পরিষদ ছাত্র আন্দোলনের কারখানা। তারা ক্ষমতায় যেতে রাজনীতি করে না, পরিবর্তনের জন্য আমরা রাজনীতি করি। রাশেদ খাঁন বলেন, আমাকে সহায়তা করতে তারেক রহমানের এই চিঠি নিয়ে যারা নোংরা খেলায় মেতেছেন তার ছাত্র জনতার বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। এমনটি করলে বিপ্লব ব্যার্থ হবে। ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান ঘটবে। তখন কেউ রেহাই পাবেন না। এ থেকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

রাশেদ খাঁন অভিযোগ করে বলেন, ঝিনাইদহে দখলবাজী, চাঁদাবাজী ও টেন্ডারবাজীসহ নানা অপরাধ চলছে। আমরা তো এসব করার জন্য বিপ্লব

করিনি। এসব কর্মকান্ড চলতে দেওয়া হবে না। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখুন। কেউ হুমকী দিলে আমি রাশেদ খাঁন আপনাদের জন্য বুক পেতে দেব।

কোটচাঁদপুরে বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। আজ শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের জালালপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন,ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেনের পিতা,মাতা,ভাই ও বোনেরা।

তিনি বলেন,কোটচাদপুর উপজেলার ৫৩ নং জালালপুর মৌজার জমিতে আমাদের পৈত্রিক বসত বাড়ি। ওই
জমিতে আমরা দীর্ঘদিন বসবাস করে আসছি। বেশ কিছু দিন ধরে ওই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের ওই বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে বিভিন্ন ধরনের বাহানা ও হুমকি ধামকি সহ মারপিটেরও ঘটনা ঘটিয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,ছবদুল বিশ্বাস ইতোমধ্যে আমাদের বসতবাড়ীর উত্তর পার্শ্বের ০৩ ফুট জমি দখল করেছেন। তৈরি করেছেন ওই দখল করা জমিতে গরুর ফার্ম। তিনি এখন ওই গরুর ফার্মের ময়লা আবর্জনা, গরুর মলমূত্র আমার বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় ফেলছেন। যাতে করে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছি আমরা। বিনস্ট হচ্ছে আমাদের ফলজ গাছসহ অনেক গাছগাছালি।

বিষয়টি নিয় পূর্বে বেশ কয়েকবার তাকে নিষের করা হয়েছে। তবে তিনি তা কর্ণপাত করেননি। এখন ছবদুল বিশ্বাস নির্দেশে তাঁর সহযোগী

অহিদুল ইসলাম ও আহসান হোসেন মিলে নতুন ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। তারা এখন জোরপূর্বক আমার বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে চলাচলের রাস্তা তৈরির পায়তারা করছেন।

আয়ুব হোসেন বলেন,ঘটনাটি আমরা জানার পর তাদের সঙ্গে বাকবিতন্ডা হয়। এ সময় তারা আমার ও আমার পরিবারের কয়েক জনকে মারপিট করেন। এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করা হয়। এতে করে ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়। এরপেক্ষিতে তারা গেল ০২/১২/২০২৪ তারিখে রাত ১১.০০ ঘটিকার সময় তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে এসে আমাদের বসত বাড়ি, রান্নাঘর, কবুতরঘর ভেঙ্গে দেন। কেটে দেন ফলজ ও বনজ গাছ-পাছালি।

এ সময় আমি কোটচাদপুর মডেল থানা ও তালসার পুলিশ ক্যাম্পে কল করা হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনির কেউ কোন সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। এরপর তারা আমাকে ঢিল দিয়ে আঘাত করেন। এতে আমি গুরুতর আহত হয়। পরে প্রাণভয়ে চিৎকার করে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর তারা আমাকে খুঁজে বেড়ায় এবং বলেন যেখানেই পাইবে আমাকে সেখানেই শেষ করে দেবে।

বর্তমানে আমার ও আমার পরিবারের মানুষের প্রাণ সংশয় রয়েছে। এ কারন কোন উপায় না দেখে আমি আপনাদের সহায়তা কামনা করছি। আপনারা আপনাদের লেখনির মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সমাজের মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। সাথে সাথে সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনাও করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন।

এ ব্যাপারে সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস বলেন, ওই ঘটনা নিয়ে মিটিং চলছিল। এ সময় মিটিং থাকা কিছু ছেলেরা এ কাজটি করেছেন। যা করা তাদের ঠিক হয়নি। তবে ওই ঘটনার পুরো দোষারোপ তারা আমাকে করছেন।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,ঘটনাটি আমি শুনেছি। এ ছাড়া তারা ওই ঘটনা নিয়ে থানায় একটা অভিযোগ ও করেছেন। আমি বিষয়টি দেখার জন্য ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগটি পাঠিয়েছি।

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস আজ

ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত দিবস আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর)। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ শেষে ৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার ও তাদের দোসরদের হটিয়ে ঝিনাইদহকে শত্রুমুক্ত করে মুক্তিকামী বাংলার তরুণ বীর দামাল ছেলেরা। ঝিনাইদহে প্রথম উদিত হয় লাল-সবুজের পতাকা।

ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঝিনাইদহ জেলার নওজোয়ানরা মুক্তিবাহিনীর নির্দেশ মতো নিজেদের ভেতরে ও তাদের দোসর রাজাকারদের সমূলে বিনাশ করতে জীবন বাজী রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ দেশে প্রথম যে সম্মুখ প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা হয়েছিল ১এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালীতে। এই দিনে পাকবাহিনী যশোর ক্যান্টমেন্ট থেকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝিনাইদহ দখলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে থাকে।

এ আক্রমণের খবর জেলার মুক্তিযোদ্ধারা পেয়ে যান। তারা যুদ্ধের অন্যতম স্থান হিসেবে বেছে নেন বিষয়খালীর বেগবতী নদীর তীরে তাদেরকে প্রবল বাঁধার সৃষ্টি করে। পাকবাহিনীকে রুখতে নদীর তীরের সেতু ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় মুক্তিযোদ্ধারা। এখানে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রায় ৮ ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ হয়। নদীর তীরের সম্মুখ যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে এক পর্যায়ে পাকহানাদার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ফিরে যাই যশোর ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

৪ এপ্রিল শৈলকূপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ যুদ্ধ, ৪ আগস্ট একই উপজেলার আলফাপুর যুদ্ধ, ১৪ অক্টোবর আবাইপুর যুদ্ধ ও ২৬ নভেম্বর কামান্না

যুদ্ধ। এছাড়াও ৬ আগস্ট, ১৭ আগস্ট ও ১১নভেম্বর জেলার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৭১ এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে একদিকে গেরিলা যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে অপরদিকে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী যৌথভাবে (মিত্রবাহিনী) সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাকহানাদার বাহিনী পিছু হটতে থাকে।

বিভিন্ন এলাকা থেকে শত্রুমুক্ত হওয়ার সংবাদ আসতে থাকে। মুক্তিসেনাদের সাঁড়াশি আক্রমণে পাকহানাদাররা যশোর ক্যান্টনমেন্টর দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ৩ ডিসেম্বর মুক্ত হয় মহেশপুর, ৪ ডিসেম্বর কোটচাঁদপুর এবং ৫ ডিসেম্বর কালীগঞ্জ মুক্ত হয়।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা এলাকা দিয়ে কপোতাক্ষ ও চিত্রানদী অতিক্রম করে ৬ ডিসেম্বর মুক্তিকামীরা ঝিনাইদহে প্রবেশ করে জেলা শহর মুক্ত করে। এসব যুদ্ধে সারা জেলায় ২’শত ৭৬ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন জেলায় মাত্র দুজন। তারা হলেন বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ও বীর প্রতীক সিরাজুল ইসলাম।

ঝিনাইদহ জেলার সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন বলেন, ৬ ডিসেম্বর ঝিনাইদহ হানাদার মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ঘর থেকে দলে দলে সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে এসে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে উল্লাস করতে থাকেন। ফুল দিয়ে তারা মুক্তিসেনাদের বরণ করে নেন। ঝিনাইদহবাসীর কাছে দিনটি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিজয় শুধু আনন্দ নিয়েই আসে না, স্বজন হারানোর বেদনাও নিয়ে আসে। তবে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার দাবি জানান ১৯৭১ এর এই বীর সেনা।

সেনা লুব্রিকেন্টের সাথে সোহাগ ট্রেডার্সের ব্যবসায়িক

চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

সেনা কল্যান সংস্থার পন্য সেনা লুব্রিকেন্টের সাথে মেসার্স সোহাগ ট্রেডার্স এর ব্যবসায়িক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিক হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) বিকালে সেনাকল্যান ভবন লেভেল ৮ এ চুক্তি সম্পাদন হয়। সেনা কল্যান সংস্থার বিশ্বস্ত পন্য সেনা লুব্রিকেন্টের ইঞ্জিন অয়েল, গিয়ার অয়েল, হাইড্রোলিক অয়েল, বিটুমিন, গ্রিস ইত্যাদি পন্যের সাথে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন সেনা লুব্রিকেন্টর পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন পাটোয়ারী, কর্নেল শাহাদাত হোসেন (অব.), মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর হারুন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাঈদ সিদ্দিকী, মেজর শওকত হোসেন ও সোহাগ ট্রেডার্সের কর্নধর ব্যবসায়িক ইমদাদুল হক সোহাগ।

হরিণাকুণ্ডুতে কৃষকের দেড় বিঘা জমির পাঁকা ধান পুড়িয়ে দিলো দুর্বৃত্তরা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এক কৃষকের দেড় বিঘা জমিতে কেটে রাখা পাকা ধান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।গত সোমবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পারফলসী গ্রামে শরিফুল ইসলাম নামের এক কৃষকের ধান ক্ষেতে এই ঘটনা ঘটে। কৃষক শরিফুল ইসলাম ওই গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আইনুদ্দীন মোল্লার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শরিফুল ইসলামের জমির ধান পেকে যাওয়ায় তিনি গত সোমবার সেই ধান কেটে ক্ষেতেই রেখেছিলেন। কিন্তু রাত সাড়ে আটটার দিকে জমিতে কেটে রাখা ওই ধানে আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা।

সরকার পরিবর্তণের পর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কৃষকের ক্ষেতের ধান

কেটে নেওয়া, মাঠ থেকে সেচকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিনচালিত স্যালো মেশিনের মোটর চুরি এবং পাটবোঝাই কয়েকটি আলমসাধু চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকার কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

শরিফুল ইসলাম বলেন, ৬০ শতাংশ জমির ধান কেটে ক্ষেতেই স্তুপ করে রেখে এসেছিলাম। ধান বাড়িতে নিতে গাড়ি না পাওয়ায় ঘরে তুলতে পারিনি। পরদিন ভোরে এসব ধান বাড়িতে আনার কথা ছিল। তবে এর আগেই সোমবার রাতে সব ধান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে কী কারণে কে বা কারা ধানে আগুন দিয়েছে সেটি বলতে পারছি না । এতে তাঁর প্রায় ৬০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন এর আগেও কারা আমার মাছের পুকুরে বিষ দিয়েছিল। এব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ রউফ খান বলেন, এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। মঙ্গল বারে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

বিষয়টি জানার পর হরিণাকুণ্ডু উপজেলার নির্বাহী অফিসার বিএম তারিকুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছেন এবং তিনি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

ঝিনাইদহে ক্যাবের আয়োজনে প্রতিবাদ, মানববন্ধন ও র্যালী

দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে আলু পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধি ও আইনে নিষিদ্ধ খোলা বাজারে ভোজ্য তেল বিক্রির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে ক্যাবের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, সদস্য এন এম শাহজালাল, কৃষিবিদ আহম্মেদ হোসেন, আব্দুল মজিদ, সাংবাদিক ও আইনজীবী আলাউদ্দিন আজাদ, চ্যানেলটোয়েন্টিফোর’র প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি শারমিন সুলতানাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, আলু পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের মুল্যবৃদ্ধিতে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজি ও সিন্ডিকেটকে দায়ী করে দ্রুতই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান। সেই সাথে খোলা বাজারে ভোজ্য তেল বিক্রি আইনে নিষিদ্ধ হলেও তা অবাধে বিক্রি হচ্ছে যা দ্রুত বন্ধ করার দাবীও জানান।

এর আগে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বরাবর স্মারকলিপি প্রদাণ করা হয়।

ঝিনাইদহে উত্তম কৃষি চর্চা বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহে উত্তম কৃষি চর্চা নিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হয়।

এতে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টী চন্দ্র রায়, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার (কৃষি) মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শষ্য) আনিসুজ্জামান খান, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (উদ্যান) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ-নবী, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মীর রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ প্রশিক্ষণের আযোজন করে।

এতে সদর উপজেলার ২৫ জন কৃষক ও কৃষাণীকে মানব দেহের জন্য নিরাপদ ও গুনগত মান সম্পন্ন কৃষি ফসল উৎপাদন, বিপণনসহ পণ্যের ব্যান্ডিং নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।